এক নজরে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে পৃথিবীর অন্যতম জলবায়ু ঝুকিপূর্ণ দেশ হলো বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত উদ্যোগের ফলে ২০০৯ সালে 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা' চুড়ান্ত করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম এই সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড গঠন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশের অর্থ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা না করে নিজস্ব অর্থায়নে এ ধরনের তহবিল গঠন বিশ্বে প্রথম, যা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ৩ এপ্রিল কক্সবাজারে আয়োজিত এক জনসভায় কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসনের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক ৫-তলা বিশিষ্ট ১৩৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করে ৪৪০৯টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন করা হবে। যেখানে থাকবে আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্বলিত পর্যটন জোন, আয়বর্ধক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আধুনিক শুটকী মহাল এবং সুশীতল পরিবেশের বাফার জোন। কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলাধীন খুরুশকুল মৌজায় ২৫৩.৫৯ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জলবায়ু উদ্বাস্তু প্রকল্প।

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য-

- জলবায়ু উদ্বাস্তু ৪৪০৯টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় ও দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন
- জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারসমূহের পরিবেশ সহনশীলতা ও অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
- জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারসমূহকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা

প্রকল্পের অবস্থান ঃ খুরুশকুল, কক্সবাজার
অর্থের উৎস ঃ জিওবি
মোট জমি ঃ ২৫৩.৫৯ একর

মোট প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৮০০.৩৯ কোটি টাকা (পর্যটন জোন ও শুটকি মহালের নির্মাণ ব্যয় ব্যতিত)

প্রকল্পের আবাসিক ভবন ও অন্যান্য সুবিধাদি/ অবকাঠামোসমূহ ঃ

অবকাঠামো/বিষয়	বর্ননা	পরিমান
৫-তলা বহুতল ভবন	ভবনের সংখ্যা	১৩৯টি
	প্রতিটি ভবনের নির্মাণ ব্যয়	৭.১৫ কোটি টাকা
	প্রতি ফ্লোরে ইউনিটের সংখ্যা	৮টি
	প্রতি ভবনে পরিবার সংখ্যা	৩২টি (নিচতলা ফাঁকা যেখানে উপকারভোগীগনের সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে)
	প্রতি ইউনিটের আয়তন	নীট ব্যবহারযোগ্য : ৪০৬.০৭ বর্গফুট কমন ব্যবহারযোগ্য : ১৫০.০০ বর্গফুট মোট আয়তন : ৪৫৬.০৭ বর্গফুট
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ১০ পদাতিক ডিভিশন, রামু সেনানিবাস কর্তৃক বাস্তবায়িত	ভবনের সংখ্যা ও নির্মাণ ব্যয়	সংখ্যা : ২০টি ব্যয় : ১১০ কোটি টাকা
	(১৯টি ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত ও ১টি ভবনের নির্মাণ কাজ ৪৫% সম্পন্ন হয়েছে)	
	গ্যাস সিলিন্ডার ও চুলা সরবরাহ	পরিবার প্রতি ১টি করে গ্যাস সিলিন্ডার ও ডাবল বার্নার চুলা সরবরাহ করা হয়েছে।
	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	২০টি ভবনের জন্য স্থাপিত অগভীর নলকূপের সংখ্যা : ২০ টি (সাময়িক), প্রণীত ডিপিপির ভিত্তিতে স্থায়ী পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং কাজটি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ নিশ্চিত করবে।

অবকাঠামো/বিষয়	বর্ননা	পরিমান
বিদ্যুৎ সরবরাহ (আরইবি কর্তৃক বাস্তবায়িত)	বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সাবস্টেশন নির্মাণ	প্রথম পর্যায়ে ১টি সাবস্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে ব্যয় : ১৪.৪৭৯ কোটি টাকা
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক পৃথক ডিপিপির মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য	ভবনের সংখ্যা ও নির্মাণ ব্যয় (মসজিদ সহ)	সংখ্যা : ১১৯টি ব্যয় : ৮৩৬.৫৯ কোটি টাকা
	(ডিপিপি একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য ০৩/০৬/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে)	
পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে)	নির্মাণ ব্যয়	৬৪.০৮ কোটি টাকা
	সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের সংখ্যা	৩৮ টি
	ভূমির উপর পানি সংরক্ষণাধারের সংখ্যা	১৭ টি
	পানি শোধনাগারের সংখ্যা	০৮ টি
	গভীর নলকূপের সংখ্যা	১৭ টি
৪টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, প্রতিটি ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন, রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং,৩টি পুকুর ও ঝাউবনসহ বনায়ন (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে)	নির্মাণ ব্যয়	৫৭.৬৮ কোটি টাকা
বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সাবস্টেশন নির্মাণ (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে)	নির্মাণ ব্যয়	১১.৫৩ কোটি টাকা
	৩৩ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	২৯.৭৭ কি.মি
	১১ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	১০.০০ কি.মি
	ট্রান্সফরমারের সংখ্যা	৩৮৭ টি

অবকাঠামো/বিষয়	বর্ননা	পরিমান
বর্জ্য পরিশোধন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে)।	নির্মাণ ব্যয়	৭৩.১৬ কোটি টাকা
	প্ল্যান্টের পানি পরিশোধন ক্যাপাসিটি	১৫০ কিউ.মি./ঘন্টা
অভ্যন্তরীণ রাস্তা ২২.৬০ কি.মি. (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে)।	নির্মাণ ব্যয়	৯৩.৮৭ কোটি টাকা
তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ ছোট সেতু, ঘাটলা ও খাল খনন (পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য)	নির্মাণ খরচ	২৮০.০০ কোটি টাকা
	সুরক্ষা বাঁধের দৈর্ঘ্য	৪.৭৭ কি.মি
	খালের দৈর্ঘ্য	২.৫০ কি.মি
	অভ্যন্তরীণ সেতুর সংখ্যা	০৩ টি
	ঘাটলার সংখ্যা	০৯টি
	কাজ শুরুর তারিখঃ এপ্রিল ২০১৬ সুরক্ষা বাঁধের নির্মান কাজ সমাপ্ত, অন্যান্য কাজসমূহ ৬০% সমাপ্ত।	
সংযোগ রাস্তাসহ সেতু নির্মাণ (এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য)।	নির্মাণ ব্যয়	২৫৯.০০ কোটি টাকা
	ব্রীজের দৈর্ঘ্য	১৯৫২ ফুট (৫৯৫মিঃ)
	ব্রীজের প্রস্থ	৪১ ফুট (১২.৫মিঃ)
	স্প্যানের সংখ্যা	১১ টি
	সংযোগ সড়ক	২.৩ কি.মি.
	কাজ শুরুর তারিখঃ আগষ্ট ২০১৯ ব্রীজের কাজ ২০% সমাপ্ত সংযোগ সড়কের কাজ ৬৫% সমাপ্ত	

অবকাঠামো/বিষয়	বর্ননা	পরিমান
আধুনিক শুটকী মহাল নির্মাণ (ইটিপি, ডব্লিউটিপি, কোল্ডস্টোরেজ, আইস প্ল্যান্ট, ফিশ মিল ও ফিশ ওয়েল প্ল্যান্ট, ফিশ প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি ও বিক্রয় কেন্দ্র) (মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য)	ইটিপি এর ধারণ ক্ষমতা	৩০ কিউবিক মিটার/দিন
	ডব্লিউটিপি এর ধারণ ক্ষমতা	৪০ কিউবিক মিটার/দিন
	কোল্ডস্টোরেজ এর সংখ্যা ও ধারণ ক্ষমতা	২ টি ৫০০ মে.টন প্রতি কোল্ড স্টোরেজ
	প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ এর আয়তন	৩০৪৭ বর্গফুট
	মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক পৃথক ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান।	
পর্যটন জোন (পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য)	আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত একটি আর্ন্তজাতিক মানের পর্যটন জোন পৃথক ডিপিপির মাধ্যমে পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে।	
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য অবকাঠামো	১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার ও ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ষ্টেশন নির্মাণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।	
২টি জেটি নির্মাণ	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।	
পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন নিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।	
হ্যালিপ্যাড নির্মাণ	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যে ২টি হ্যালিপ্যাডের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	